সংবাদ

তারিখ ... 12 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত সব চক্রকে নস্যাৎ করুন

মাধ্যমিক পরীক্ষার (এসএসসি) প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে রাজধানী থেকে শিক্ষকসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের অনেকে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও ১০ জনের নাম জানা গেছে, যারা প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত। জানা গেছে, রাজধানীর মতিঝিলে অবস্থিত অন্তত চারটি স্কুল ও একটি কোচিং সেন্টারকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন ফাঁসের সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছিল। এ সিন্ডিকেট গত কয়েক বছর ধরে তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার করে প্রশ্ন ফাঁস করে আসছে। এ নিয়ে গতকাল গণমাধ্যমগুলোতে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রশ্ন ফাঁস প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমরা এমন এক পরিবেশের মধ্যে আছি, যা আমরা সব খুলে বলতেও পারি না, সহ্যও করতে পারি না। কিন্তু আমরা আর সহ্য করব না। সত্যিকার অর্থে আমাদের মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক বেশি দরকার।' প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে পুলিশ সংশ্লিষ্ট থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এবং পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনে মামলা করেছে।

অবশেষে প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত অন্তত একটি সিন্ডিকেটকে চিহ্নিত এবং সিন্ডিকেটের ৯ জনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। এমনকি পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস হয়েছে। প্রায় সব বিষয়ের প্রশ্নই হুবহু ফাঁস হতে থাকলেও সরকার এর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি। প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগই সরকার স্বীকার করতে চায় না। তথ্য-প্রমাণ হাজির করা হলেও শুধু তখন বলা হয়, ব্যবস্থা নেয়া হবে। এবার এসএসসি পরীক্ষা শুরুর আগে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যার ফলে আর প্রশ্ন ফাঁস হবে না। বাস্তবে এর উল্টোটাই ঘটেছে।

একটি সিন্ডিকেট চিহ্নিত হওয়ায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, একশ্রেণীর অসাধু শিক্ষক প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত। তবে এটা অনেকটা অনুমিতই ছিল যে, কোচিং সেন্টারের আড়ালে একশ্রেণীর অসাধু শিক্ষক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশ্ন ফাঁস করছে। এ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সরকার বিষয়টি এতদিন আমলে নেয়নি। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, পরিবেশের কারণে সব কথা খুলে বলা যায় না। আমরা শিক্ষামন্ত্রীর এ সংকোচকে অযৌক্তিক মনে করি। শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের প্রশ্নে এ ধরনের সংকোচ গ্রহণযোগ্য নয়।

সংশ্লিষ্টদের এ সংকোচ বা দ্বিধার কারণেই প্রশ্ন ফাঁস মহামারী রূপ ধারণ করেছে। সরকারের কাজ হচ্ছে প্রশ্ন ফাঁস কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করা। যে বা যারা প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশে শুধু একটি সিন্ডিকেটই যে প্রশ্ন ফাঁস করছে তা নয়। আমরা চাই, প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত সব সিন্ডিকেটকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হোক।